দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ২৪ NOV ২০১২
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অনুমোদন মন্ত্রিসভায়

জমিয়াতুল মোদারেছীন দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছিল : মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের মাধ্যমে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখের শতবর্ষের প্রত্যাশার বাস্তব রূপ নিচ্ছে

❑ তালুকদার হারুন

দেশে একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। দেশে মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ, উন্নতিসাধন ও এর গুণগত মান উন্নয়নে এই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে সরকার। বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন দীর্ঘদিন যাবত এ ধরনের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেন, মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর আগে গত ৬ আগস্ট মন্ত্রিসভা ফাজিল ও কামিলসহ উচ্চ পর্যায়ের মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এ আইনের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, জার্ভ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃঃ ১৫ ক ঃ ৬

মোহাম্মদ কমিশন, ১৯৬৯ সালে নূর খান কমিশন, ১৯৭০ সালে নি নিউ এডুকেশন পলিসি অব গভঃ অব পাকিস্তান-৭০ নামে শিক্ষা কমিটি গুরুত্বের সাথে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা সুপারিশ করে। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ডঃ কুদরতে খুদা কমিশনে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। ২০১০ সালের প্রণীত 'জাতীয় শিক্ষা নীতিতে, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা অর্জনে স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিধান অনুযায়ী ফাজিল স্নাতক ও কামিল স্নাতকোত্তর পর্যায়ের মাদ্রাসার অধিভুক্তি, স্বীকৃতি, পাঠদানের অনুমোদন ও বাতিলের ক্ষমতা থাকবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের। মাদরাসার জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা করবে বিশ্ববিদ্যালয়। এর পাশাপাশি মাদরাসার শিক্ষকদের বুনিয়াদি, চাকরিকালীন এবং গবেষণামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করবে এবং নির্ধারিত বিধি-নিয়ম অনুসারে কোন নির্দিষ্ট কোর্স অনুসরণ ও শিক্ষা কার্যক্রম সমাপন করেছে এরূপ সকল ব্যক্তিকে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট প্রদান করবে। সংবিধি অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি ও অন্যান্য সম্মানও প্রদান করবে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসার শিক্ষকের পদ এবং অন্যান্য পদ প্রবর্তন করে ওই সকল পদে নিয়োগ প্রদান করবে। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিখ্যাত কোন মাদরাসার একাডেমিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষকদের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান এবং একাডেমিক ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ক্ষেত্রে ফেলোশিপ, পদক ও পুরস্কার প্রবর্তন ও প্রদান করবে। বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন দ্বারা মাদরাসাসমূহের ফিস নির্ধারণ করবে। শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির জন্য জার্নাল প্রকাশ করবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অনুষদ কিংবা অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে কেউ উচ্চতর গবেষণা করতে পারবে। ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট প্রদান সংক্রান্ত সকল স্বীকৃত শিক্ষাদান মাদরাসা এবং এর কেন্দ্র দ্বারা এককভাবে বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত সহযোগিতায় পরিচালিত হবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকবে কয়েকটি কর্তৃপক্ষ। থাকবে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেট। আরও থাকবে একাডেমিক কাউন্সিল, ফাজিল স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্র, কামিল স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র। কারিকুলাম

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদলে এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ১৫০০ কামিল ও ফাজিল মাদরাসাগুলোর এফিলিয়েটিংয়ের (অধিভুক্তির) কাজ করবে। এসব মাদরাসার যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক নিয়োগ ও অনুমোদনের কাজও করবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ 'সিন্ডিকেট'। আরও থাকবে একাডেমিক কাউন্সিল। থাকবেন ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজারারও।

এদেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখের শতবর্ষের দাবি ও প্রত্যাশার বাস্তবায়ন হচ্ছে এই ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছরের ২০ এপ্রিল বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ দেশের মাদরাসা শিক্ষক/কর্মচারীদের একক সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় দেশে একটি ইসলামী আরবী এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, মাদরাসা শিক্ষার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা মনে করি ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে নতুন একটি ইসলামী আরব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে। ৬ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির আহ্বায়ক করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবকে (বিশ্ববিদ্যালয়)। এ কমিটিকে নতুন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে স্থান নির্বাচন ও খসড়া আইন প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন যুগ্মসচিব (কারিগরি ও মাদরাসা), মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি ও জমিয়াতুল মোদারেছীনের মহাসচিব অধ্যক্ষ মাওলানা সাব্বির আহমেদ মোমতাজী। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত আইন সংশোধন, বিয়োজন ও সংযোজন এবং আইনটিকে আরও যথাযথ ও চূড়ান্তকরণের জন্য আরও দু'টি কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিকে প্রধান করে একটি কমিটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জনবল ও আর্থিক সংস্থান নির্ধারণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাদরাসা ও কারিগরি)কে আহ্বায়ক করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়।

জানা গেছে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে আলেম ওলামাদের ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ৪০ বছর ধরে। মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালে [illegible] প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ [illegible] হক কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার [illegible] সভায় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ১৯৫১ সালে মওলানা আকরাম খাঁ কমিশন, ১৯৫৬ সালে আশরাফ চৌধুরী কমিটি, ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। ১৯৬৩ সালে [illegible] কমিশন উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র, অর্থ কমিটি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি, নির্বাচনী বোর্ড এবং সংবিধিতে বিধৃত অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গঠিত হবে ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দু'জন ডীন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত মাদরাসার তিনজন অধ্যক্ষ, সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদাসম্পন্ন দু'জন সরকারি কর্মকর্তা, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দু'জন ইসলামী চিন্তাবিদ, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী সদস্য নন। এছাড়াও সদস্য থাকবেন খতিব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, চেয়ারম্যান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, মহাসচিব, জমিয়াতুল মোদারেছীন, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট পেশাজীবী নাগরিক, অধ্যক্ষ, বিএমটিটিআই, গাজীপুর, মহাপরিচালক, মাউশি/মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদফতর, ঢাকা। রেজিস্ট্রার সিন্ডিকেটের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। সিন্ডিকেটের মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ থেকে দুই বছর মেয়াদে পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

এদিকে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশনের জন্য অনুষ্ঠান ও সাংবাদিকতায় মানোন্নয়নে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইয়া সাংবাদিকদের জানান, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশ্লিষ্টরা দীর্ঘদিন ধরেই একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ কারণে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি। এ ইনস্টিটিউটের কর্মপরিধি এবং পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ইনস্টিটিউটটি হবে স্বায়ত্তশাসিত। তথ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি বোর্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করবে। একটি একাডেমিক কাউন্সিলও থাকবে। একজন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা হবেন এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এই ইনস্টিটিউটের ডিগ্রি দেয়ার ক্ষমতা থাকবে। চলচ্চিত্র ও টিভির বিকাশ ও উন্নয়নে গবেষণাও করতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা, যা এ দু'টি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-এর খসড়া গতকাল দ্বিতীয়বারের মতো মন্ত্রিসভার বৈঠকে তোলা হলেও আরো পর্যালোচনার জন্য তা ফেরত পাঠানো হয় বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। তিনি বলেন, এ আইনের ব্যাপারে আগেও মন্ত্রিসভা কিছু প্রস্তাব দিয়েছিল। এসব ঠিক করে [illegible] মন্ত্রিসভায় তোলা হলেও সদস্যরা আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংশোধনের জন্য তা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন।

গত ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং তার ওপর আলোচনা হয় এদিন।